বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

# প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা

মুজিববর্ষেরসেবা নিন
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সহজ ঋণ

## আদায় ও আইন ডিপার্টমেন্ট

পরিপত্রনং-০৮/২০২৩ তারিখঃ ২৭.০৪.২০২৩

**বিষয়ঃ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক "ঋণ আদায় পরিকল্পনা (Recovery Plan), ২০২৩" জারি প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকার্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ০৬.০৩.২০২৩ তারিখের ১০২ তম সভায় **প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক "ঋণ আদায় পরিকল্পনা (Recovery Plan), ২০২৩"** অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে পরিচালনা পর্ষদ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেঃ

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক "ঋণ আদায় পরিকল্পনা (Recovery Plan), ২০২৩" (পরিশিষ্ট-ক) অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০২.০ খেলাপি/শ্রেণিকৃত ঋণের হার এবং Overdue ঋণের পরিমাণ গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনা, শাখা ভিত্তিক শীর্ষ ২০ জন ঋণ খেলাপি হতে ঋণ আদায়পূর্বক খেলাপী মুক্ত করা, সম্ভাব্য শ্রেণিকৃত ঋণ (Would be Classified) যেন শ্রেণিকৃত না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা,পুনঃতফসিলকৃত ঋণ মেয়াদসীমার মধ্যে আদায়পূর্বক পূর্ণপরিশোধ নিশ্চিত করাসহ পুনঃতফসিলকৃত ঋণ যেন পুনরায় CL না হয় সে বিষয়ে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

০৩.০ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের "ঋণ আদায় পরিকল্পনা (Recovery Plan), ২০২৩" অবহিতকরণ ও তদানুযায়ী ঋণ আদায় কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে এ পরিপত্র জারি করা হলো।

০৪.০ এ পরিপত্র অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(গাজী রাহাত মাহমুদ) ২৭ এপ্রিল ২০২৩
উপমহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধান

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য( জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।
২. উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব (উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।
৩. মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের একান্ত সচিব (মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।
৪. সকল বিভাগীয় প্রধান, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।
৫. সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়।
৬. সেল প্রধানগণ, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।
৭. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ,আই টি বিভাগ (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়।
৮. অফিস কপি।

# প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

## পরিচালনা পর্ষদ সচিবালয়

## প্রধান কার্যালয়

"মুজিববর্ষের সেবা নিন
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সহজ ঋণ।"

নং-৫৩.১৬.২৬৬৬.৯৯৯.৮২.০০১.২২-৫৯৪

তারিখঃ ০৯.০৪.২০২৩

বিষয়ঃ পরিচালনা পর্ষদের ০৬.০৩.২০২৩ তারিখের ১০২তম সভার সিদ্ধান্ত।

আপনার অধীনস্ত আদায় ও আইন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক পরিচালনা পর্ষদের ০৬.০৩.২০২৩ তারিখের ১০২তম সভায় উত্থাপিত নিম্নবর্ণিত বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

আলোচ্যসূচি নং-০৫ ঃ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক "ঋণ আদায় পরিকল্পনা (Recovery Plan), ২০২৩" পর্ষদ সভায় উপস্থাপন প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্তঃ

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক "ঋণ আদায় পরিকল্পনা (Recovery Plan), ২০২৩"(পরিশিষ্ট-"ক") অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

Hossain
০৯/০৪/২০২৩

(মোহাম্মাদ কামাল হোসেন)
সচিব, পরিচালনা পর্ষদ
ফোনঃ ৪৮৩১০৯৯১

বিভাগীয় প্রধান
আদায় ও আইন ডিপার্টমেন্ট

Mr. Ikhlas Pl.
12 Apr 2023

আলোচ্যসূচি-০৫:

পরিশিষ্ট-"ক"

# "ঋণ আদায় পরিকল্পনা (Recovery Plan)-২০২২"

আদায় ও আইন ডিপার্টমেন্ট
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়

## ১.০ ব্যাংক সম্পর্কিত তথ্যঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে বিদেশে প্রবাসীদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রবাসী কল্যাণ পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি কার্যাবলী এবং উদ্যোগকে সম্প্রসারণ করেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার লালিত ধারণা এবং আবেগে উৎসাহিত হয়ে অভিবাসীদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন-২০১০ এর মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় কলম্বো প্রসেস এর ৪র্থ সম্মেলন চলার সময় ২০১১ সালের ২০ শে এপ্রিল এই ব্যাংকের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে এ পর্যন্ত ১ লক্ষাধিক বিদেশগামী কর্মীকে অভিবাসী ঋণ প্রদান করেছে। ব্যাংকটি যথাযথ কাগজপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ০৭ দিনে অভিবাসন ঋণ মঞ্জুর করে থাকে। এছাড়া বিদেশ ফেরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মীকে পুনর্বাসন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানে সহায়তা করে যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ আবেদনকারীর বাড়িতে সশরীরে উপস্থিত হয়ে ঋণ প্রদানের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলায় ১০০টি শাখার মাধ্যমে এর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের সকল উপজেলায় ব্যাংকের শাখা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের প্রধান শাখাসহ ৩৪টি শাখা হতে প্রায় প্রতিদিন ২০০০ বিদেশ গমনেচ্ছুক কর্মীর কাছ হতে রেজিস্ট্রেশন ফি,স্মার্টকার্ড ফি এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ ফি সংগ্রহ করে থাকে। জানুয়ারি ২০১৪ সাল হতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে। বিদ্যমান ব্যাংকিং পদ্ধতি সহজলভ্য না হওয়ার কারণে প্রবাসী কর্মীগণ অবৈধ পন্থায় টাকা স্থানান্তর করে থাকেন। যে জন্যে অভিবাসীদের দ্রুত,সঠিক এবং পেশাগত সেবা নিশ্চিত করতে ও রেমিটেন্স আনায়নের লক্ষ্যে সীমিত আকারে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিদেশগামী এবং প্রত্যাগত কর্মীদের সহায়তা দেয়ার জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বীয় উদ্যোগের মাধ্যমে প্রবাসীদের কল্যাণের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে একটি সাহসী পদক্ষেপ। প্রবাসীদের এবং পুরো জাতির জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এখন আশা এবং প্রত্যাশার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

## ব্যাংকের রূপকল্প, অভিলক্ষ, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

**রূপকল্প :** ক্ষমতায়ন ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকল্পে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে আস্থার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণ।

**অভিলক্ষ্য:** প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যয় সাশ্রয়ী পন্থায় নিরাপদে ও দ্রুততার সঙ্গে বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স প্রেরণে সহায়তা প্রদান এবং বিদেশগামী ও প্রবাস ফেরত কর্মীদের সহজ শর্তে স্বল্পসময়ে "অভিবাসন ঋণ" ও "পুনর্বাসন ঋণ"

### ব্যাংকের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

ক. রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান
খ. অভিবাসন ঋণ প্রদান
গ. পুনর্বাসন ঋণ প্রদান
ঘ. বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ প্রদান
ঙ. আত্মকর্মসংস্থানমূলক ঋণ প্রদান
চ. বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ প্রদান
ছ. সাধারণ ঋণ প্রদান

### আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

ক. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন
খ. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন
গ. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
ঘ. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন
ঙ. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

## ১.১ পর্ষদঃ

### পরিচালনা পর্ষদঃ

| ক্রম | নাম, পদবি ও ঠিকানা | পরিচালনা পর্ষদে পদবি |
|---|---|---|
| ০১. | ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন<br>সিনিয়র সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | চেয়ারম্যান |
| ০২. | জনাব মো হামিদুর রহমান<br>মহাপরিচালক(অতিরিক্ত সচিব)<br>ওয়েজ আর্নার্স বোর্ড | পরিচালক |
| ০৩. | জনাব মোঃ শহীদুল আলম, এনডিসি<br>মহাপরিচালক(অতিরিক্ত সচিব)<br>জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো | পরিচালক |
| ০৪. | জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম<br>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)<br>প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | পরিচালক |
| ০৫. | ড. খায়েরুজ্জামান মজুমদার<br>অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ | পরিচালক |
| ০৬. | জনাব এ. কে. এম. ফজলুল হক মিঞা<br>নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক | পরিচালক |
| ০৭. | জনাব জেবুন্নেছা করিম<br>অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | পরিচালক |
| ৮. | জনাব কামরুল হক মারুফ<br>যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় | পরিচালক |
| ৯. | জনাব ফাইয়াজ মুরশিদ কাজী<br>মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | পরিচালক |
| ১০. | জনাব শোয়াইব আহমেদ খান<br>যুগ্ম সচিব, পরিচালক(অর্থ ও কল্যাণ), ওয়েজ আর্নার্স বোর্ড | পরিচালক |
| ১১. | পদ শূন্য | পরিচালক |
| ১২. | পদ শূন্য | পরিচালক |
| ১৩. | পদ শূন্য | পরিচালক |
| ১৮. | জনাব মোঃ মজিবর রহমান<br>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক | পরিচালক<br>(পদাধিকার বলে) |

১.২ ম্যানেজমেন্টঃ

a. Managing Director:
Name: Md.Mazibur Rahman
Years of holding the position: From 06.09.2022 to Now

b. Senior Management Positions:
General Manager or equivalent post:

General Manager-1:
Name: Md. Jahangir Hossain
Years of holding the position: From 02.02.2020 to Now
Years of service with the bank: 02 Years and 8 Months
Years of direct banking experience: 02 Years and 8 Months
Present responsibilities: General Manager (Admin, Accounts and Operation)

General Manager-2:
Name: Md. Noor Alam Sardar
Years of holding the position: From 22.03.2021 to Now
Years of service with the bank: 1 Years and 7 Months
Years of direct banking experience: 1 Years and 7 Months
Present responsibilities: General Manager (ICC, IT, Operation and Training Institute)

c. Key Management Positions:
i. Head of "Internal Audit and Control and Compliance", "Branch Operation, Control and Business Development Department":
Name: Mohammad Mafijul Islam
Years of holding the position: From 01.08.2022 to Now
Years of service with the bank: 03 Months
Years of direct banking experience: 16 Years and 04 Months

ii. Head of "Central Accounts, Finance and Remittance Department", "IT System and MIS Department"&"IT Operation and DFS Department":
Name: Gazi Rahat Mahmood
Years of holding the position: From 01.08.2022 to Now
Years of service with the bank: 03 Months
Years of direct banking experience: 22 Years and 07 Months

iii. Head of "Loan and Advance Department", "Human Resource Department"& "Training Institute":
Name: Md.Harun Ar Rashid
Years of holding the position: From 01.08.2022 to Now
Years of service with the bank: 03 Months
Years of direct banking experience: 21 Years and 01 Month

iv. Head of "Recovery and Law Department"&"Common Service and Engineering Department":
Name: Iskandar Parvez
Years of holding the position: From 01.08.2022 to Now
Years of service with the bank: 03 Months
Years of direct banking experience: 19 Years and 11 Months

## পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী কমিটিঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১. | চেয়ারম্যান, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক | সভাপতি |
| ২. | মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো | সদস্য |
| ৩. | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৪. | আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৫. | পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৬. | ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক | সদস্য |
| ৭. | সচিব, পরিচালনা পর্ষদ, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক | সচিব |

## পরিচালনা পর্ষদের অডিট কমিটিঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১. | মহাপরিচালক,ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড | সভাপতি |
| ২. | অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রাণালয়ের প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৩. | বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৪. | শ্রম মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৫. | সচিব, পরিচালনা পর্ষদ, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক | সচিব |

## পরিচালনা পর্ষদের রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটিঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১. | মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো | সভাপতি |
| ২. | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৩. | বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৪. | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর প্রতিনিধি ( পরিচালনা পর্ষদের অডিট কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর প্রতিনিধি ব্যতীত) | সদস্য |
| ৫. | সচিব, পরিচালনা পর্ষদ, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক | সচিব |

## ১.৩ মূলধন গঠন (Capital Structure):

| ক. | বেসেল-৩ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | সর্বশেষ ত্রৈমাসিক (৩০.০৬.২০২২) | | সর্বশেষ নিরীক্ষিত (৩০.০৬.২০২১) | |
| | RWA: (ঝুঁকি আরোপিত সম্পদ) | ১৪৯১.৪৪ কোটি | RWA: (ঝুঁকি আরোপিত সম্পদ) | ৭৩৬.২২ কোটি |
| | CRAR: (Tier1+Tier2)/RWA (মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত) | ৭৪.০৫% | CRAR: (Tier1+Tier2)/RWA (মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত) | ১০৫.২৩% |
| | Tier-1 : (পরিশোধিত মূলধন ৫০০ + বিধিবদ্ধ রিজার্ভ ৩১.৬৭ + সাধারণ রিজার্ভ ১৮.১৭ + রিটেইনড আর্নিংস ৩৬.৬৯ + বিশেষ রিজার্ভ ৭.৯৭) কোটি – ডেফারড ট্যাক্স আসেট ০.৪৬ কোটি | ৫৯৪.০৫ কোটি | Tier-1 : (পরিশোধিত মূলধন ৪৪৫ + বিধিবদ্ধ রিজার্ভ ৩১.৬৭ + সাধারণ রিজার্ভ ১৮.১৭ + রিটেইনড আর্নিংস ১৮.৪২ + বিশেষ রিজার্ভ ৭.৯৭) কোটি – ডেফারড ট্যাক্স আসেট ০.৪৮ কোটি | ৫২০.৭৫ কোটি |
| | Tier-2 : (জেনারেল প্রভিশন ১০.৩২+ কোভিড-১৯ তহবিল ৫০০) কোটি | ৫১০.৩২ কোটি | Tier-2 : (জেনারেল প্রভিশন ৩.৯৫++ কোভিড-১৯ তহবিল ২৫০)কোটি | ২৫৩.৯৫ কোটি |
| খ. | শেয়ার ও ধারণকৃত অংশ | | | |
| | সর্বশেষ ত্রৈমাসিক (৩০.০৬.২০২২) | | সর্বশেষ নিরীক্ষিত (৩০.০৬.২০২১) | |
| | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ( ৪৭৫ কোটি) | ৯৫% | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ( ৪৭৫ কোটি) | ৯৫% |
| | অর্থ মন্ত্রাণালয় (২৫ কোটি) | ৫% | অর্থ মন্ত্রাণালয় (২৫ কোটি) | ৫% |

## ২.০ ব্যবসায় মডেল বিশ্লেষণ (Business Model Analysis):

### ২.১ ব্যবসায় লাইন বিশ্লেষণ (Business Line Analysis):

ক. কর্পোরেট ফাইনান্সঃ প্রযোজ্য নয়;

খ. ট্রেডিং এন্ড সেলসঃ প্রযোজ্য নয়;

গ. রিটেইল ব্যাংকিংঃ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রবাসী কর্মী ও জন সাধারণকে ০৮(আট) প্রকার ঋণ প্রদান করে থাকে। ব্যাংক তার কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য কম্পিউটার ঋণ, মোটর সাইকেল ঋণ ও হাউজ বিল্ডিং ঋণ প্রদান করে থাকে।

ঘ. কমার্শিয়াল ব্যাংকিংঃ প্রক্রিয়াধীন;

ঙ. পেমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্টঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ১.৩০ কোটি প্রবাসীর পক্ষ থেকে নিয়মিত রেমিট্যান্স গ্রহণ ও তাদের পরিবারকে প্রদান করে থাকে;

চ. এজেন্সি সার্ভিস এন্ড কাস্টডিঃ প্রযোজ্য নয়;

ছ. অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টঃ প্রযোজ্য নয়;

জ. রিটেইল ব্রোকারেজঃ প্রযোজ্য নয়।

### ২.২ আটটি ব্যবসায় লাইন এক্সপোজার (Exposure) ও আয় (Income):

| ক্রমিক | ব্যবসায় লাইন (Business Line) | এক্সপোজার (Exposure) ৩০.০৬.২০২২ | আয় (Income) ৩০.০৬.২০২২ |
|---|---|---|---|
| ক. | কর্পোরেট ফাইনান্স | - | - |
| খ. | ট্রেডিং এন্ড সেলস | - | - |
| গ. | রিটেইল ব্যাংকিং | জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১৬৮৭.১৮ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। | জুন, ২০২২ পর্যন্ত মোট ৩৯৩.১৭ কোটি টাকা সুদ আয় অর্জিত হয়। |
| ঘ. | কমার্শিয়াল ব্যাংকিং | - | - |
| ঙ. | পেমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট | জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১,৫৪,৪৫,১৯২ টাকা রেমিট্যান্স প্রদান করা হয়। | কমিশন বাবদ জুন, ২০২২ পর্যন্ত মোট ১২,১৭৩ টাকা আয় হয়। |
| চ. | এজেন্সি সার্ভিস এন্ড কাস্টডি | - | - |
| ছ. | অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট | - | - |
| জ. | রিটেইল ব্রোকারেজ | - | - |

## ৩.০ সম্পদসমূহ (Major Asset Class):

**৩.১ কর্পোরেট লোন (Corporate Loan):** প্রযোজ্য নয়।

**৩.২ রিটেইল লোন (Retail Loan):** ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত মোট বিতরণকৃত ঋণ ও স্থিতিঃ

| ক্রমিক নং | ঋণের শ্রেণি | বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ(কোটি) (৩০.০৬.২০২২) | ঋণের স্থিতি (কোটি) (৩০.০৬.২২) |
|---|---|---|---|
| ক. | অভিবাসন ঋণ | ১৩২৩.৭৭ | ৮৮২.০৩ |
| খ. | পুনর্বাসন ঋণ | ১০১.৪৯ | ৯১.৭৬ |
| গ. | নারী অভিবাসন ঋণ | ০.৪০ | ০.৩৫ |
| ঘ. | নারী পুনর্বাসন ঋণ | ০.৩৭ | ০.৩৫ |
| ঙ. | বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ | ১৭১.২৮ | ১৩০.৪২ |
| চ. | ব.অ.বৃ.প.ঋন | ৭০.৪১ | ৬১.২১ |
| ছ. | আত্মকর্মসংস্থানমূলক ঋণ | ১৬.১ | ১৫.৭৩ |
| জ. | সাধারণ ঋণ | ০.০০ | ০.০০ |
| ঝ. | মোটর সাইকেল ঋণ | ০.৮৪ | ০.৮৪ |
| ঞ. | কম্পিউটার ঋণ | ০.৮৩ | ০.৬২ |
| ট. | স্টাফ হাউজ লোন | ১.৬৯ | ১.৬৯ |
| | মোট | ১৬৮৭.১৮ | ১,১৮৫ |

**৩.৩ কমার্শিয়াল লোন (Commercial Loan):** প্রযোজ্য নয়।

**৩.৪ বিনিয়োগ (Investment):** প্রযোজ্য নয় ।

## ৪.০ দায়সমূহ (Major Liabilities):

### ৪.১ কর্পোরেট (Corporate):

ক. মেয়াদী আমানত (Term Deposit): প্রযোজ্য নয়

খ. চলতি আমানত (current Deposit): প্রযোজ্য নয়

গ. এস এন ডি (SND): প্রযোজ্য নয়

**৪.২ রিটেইল (Retail):**

| ক্রমিক নং | দায়ের শ্রেণি | হিসাবের নাম | পরিমাণ (কোটি) |
|---|---|---|---|
| ক. | সঞ্চয়ী আমানত (Savings Deposit) | সঞ্চয়ী হিসাব | ৫.৬৫ |
| খ. | মেয়াদী আমানত (Term Deposit) | পিডিএস ( ৩ বছর মেয়াদী) | ০.৮০ |
| | | পিডিএস ( ৫ বছর মেয়াদী) | ০.২৭ |
| | | পিডিএস ( ৮ বছর মেয়াদী) | ০.২০ |
| | | পিডিএস ( ১০ বছর মেয়াদী) | ০.৩১ |
| | | এফডিআর ( ১ বছর মেয়াদী) | ০.০০ |
| | | এফডিআর ( ৩ মাস মেয়াদী) | ১০৮.০০ |
| | | ডাবল বেনিফিট স্কিম | ০.০০ |
| গ. | চলতি আমানত (Current Deposit) | চলতি হিসাব | ০.৮৫ |
| ঘ. | এস এন ডি (SND) | এসএনডি | ০.১৪ |
| ঙ. | স্টাফ ডিপোজিট (Staff Deposit) | স্টাফ ডিপোজিট | ০.৫২ |
| মোট | | | ১১৬.৭৪ |
| চ. | ঋণ ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কিম (Loan Risk Coverage Scheme) | ঋণ ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কিম | ১৪.৭২ |
| | | মোট | ১৩১.৪৬ |

**৪.৩ পাইকারী (Wholesale):** প্রযোজ্য নয়

**৪.৪ সাবসিডিয়ারি (Subsidiary):** প্রযোজ্য নয়

## ৫.০ ব্যবসায় কৌশল (Bsiness Strategy):

### ৫.১ ফান্ডিং স্ট্রাটেজি (Funding Strategy):

ক. কর্পোরেট (Corporate): প্রযোজ্য নয়
খ. রিটেইল (Retail): প্রযোজ্য নয়
গ. পাইকারী (Wholesale): প্রযোজ্য নয়

(বিঃদ্রঃ- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৫০০ কোটি এবং প্রতিটি শেয়ার ১০০ টাকা মূল্যের ৫ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত। অনুমোদিত মূলধনের ৯৫% (৪৭৫ কোটি) মালিকানা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ও ৫% (২৫ কোটি) মালিকানা অর্থ মন্ত্রাণালয় কর্তৃক ধারণকৃত।)

### ৫.২ তারল্যতা কৌশল (Liquidity Strategy):

ক. Liquidity Coverage Ratio (LCR): (২৩৪.৮২/ ৮৮.৪৪)= ২৬৫.৫১%
HQLA/Net Cash Out Flow within 30 days

খ. High Quality Liquid Asset (HQLA): (৮.৪৩+২২১.২৪+৫.১৫)=২৩৪.৮২ কোটি হাতে নগদ ও ব্যাংক ব্যালেন্স + ব্যালেন্স উইথ আদার ব্যাংক+রিসিভেবল

গ. Advance to Deposit Ratio (ADR): (১১৮৫/১১৬.৭৪)= ১১৮৫ : ১১৬.৭৪

Loan and Advance/Total Deposit

**৫.৩ ক্যাপিটাল স্ট্রাটেজি (Capital Strategy):**

ক. CET1 (Common Equity Tier 1/ TRWA): ৩৯.৮৩%
খ. CRAR (Tier1+Tier 2)/TRWA): ৭৪.০৫%
গ. Leverage Ratio (Eligible Capital/Total Exposure): ৬৯%

**৫.৪ উপার্জনক্ষমতার অনুপাত (Profitability Strategy):**

ক. Return on Asset (ROA): ৩.৯৬%
(EBPT/Total Asset)

খ. Return on Equity (ROE): ৩.৯০%
(EAT/Total Equity)

গ. Net Interest Margin (NIM): ৬.৮৪%
(Interest Income-Interest Paid)/Total Loan and Advance

# ঋণ আদায় পরিকল্পনা (Recovery Plan)-২০২৬

## ৬.১ ভূমিকাঃ

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধী একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। বিদেশগামী কর্মীদের ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা দেয়ার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন-২০১০ এর মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ব্যাংকটি ১ লক্ষাধিক প্রবাসী কর্মীদের ঋণ প্রদান করেছে। ব্যাংকটি প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি প্রাপ্তির পর মাত্র সাত (০৭) দিনের মধ্যে বিদেশগামী কর্মীকে ঋণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া বিদেশ থেকে ফিরে আসা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মীকে পুনর্বাসন ঋণ এবং কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে দেশে ফেরত আসা কর্মীদেরকে বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানে সহায়তা করছে। বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যকে বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ, নারী অভিবাসী কর্মীদের জন্য চালু করা হয়েছে নারী অভিবাসী ঋণ, নারী পুনর্বাসন ঋণ এবং সাধারণ জনগণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক চালু করেছে সাধারণ ঋণ। বর্তমানে ব্যাংকটি ১০০ টি শাখার মাধ্যমে দেশব্যাপী সেবা প্রদান করছে। খুব দ্রুত ব্যাংকটি দেশের উপজেলা পর্যায়ে শাখা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের অভিবাসী পরিবারের পাশাপাশি দেশের প্রান্তিক জনগণের দুয়ারে ব্যাংকিং সেবা পৌছে দিয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ (Financial Inclusion) নিশ্চিতকরণে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রবাসীদের এবং পুরো জাতির জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এখন আশা এবং প্রত্যাশার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ঋণ প্রদান ও আদায়ের উপর যথা যথাযথ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ঋণ নীতিমালা, আদায় পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণ পূর্বক সেটা বাস্তবায়ন করে থাকে।

## ৬.২ শিরোনামঃ "ঋণ আদায় পরিকল্পনা (Recovery Plan)- ২০২৬"

## ৬.৩ উদ্দেশ্যঃ

১. ঋণের প্রবাহ ঠিক রাখা
২. তারল্য বৃদ্ধিকরণ
৩. ব্যাংকের মানোন্নয়ন
৪. শ্রেণিকৃত ঋণ কমিয়ে আনা
৫. ব্যাংকের সম্পদের সুষ্ঠ ও সুব্যবহার নিশ্চিতকরণ
৬. সেবার মানোন্নয়ন
৭. পরিচালন মুনাফা বৃদ্ধিকরণ

## ৬.৪ ঋণ আদায়ঃ

ক) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের প্রধান ব্যবসায়িক কর্মকান্ড ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ কার্যক্রম যাতে চলমান ও গতিশীল থাকে সে লক্ষ্যে Area approach ভিত্তিক ঋণ বিতরণকে ব্যাংক শুরু থেকেই গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ফলে ব্যাংকের সামগ্রিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ঋণ আদায়ের সকল প্রকার কৌশল প্রয়োগের পরও কিছু সংখ্যক উদ্যোক্তা ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ খেলাপি হয়। এ ধরনের খেলাপির কারণে ব্যাংকের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যা বিশেষ কোনো উদ্যোগ ছাড়া আদায় সম্ভব নয়;

খ) ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক যথাসময়ে আদায় নিশ্চিত করা ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রধান দায়িত্ব। প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে বিভিন্ন সময়ে ঋণ আদায়ের কলাকৌশল সংক্রান্ত পত্র/পরিপত্র জারী করা হয়ে থাকে। ঋণ আদায়ের কলাকৌশল সংক্রান্ত পত্রে/পরিপত্রে বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে শাখাসমূহ আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ণ করবে, যাতে আদায়যোগ্য সমুদয় ঋণ সময়মত আদায় করা যায়। ঋণ আদায় কার্যক্রম তদারকির লক্ষ্যে শাখাসমূহ কর্তৃক ঋণগ্রহীতাদের তালিকা হালনাগাদ, প্রণয়ন ও সংরক্ষণপূর্বক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সন্তোষজনক ঋণ আদায় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। শতভাগ ঋণ আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শাখাসমূহকে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত ও এতদ সংক্রান্ত নির্দেশনা যথাযথ অনুসরণপূর্বক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিপালনের মাধ্যমে ঋণ আদায় কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

## ৬.৫ ঋণ নীতিমালা, আদায় পরিকল্পনা ও কলাকৌশলঃ

### ক) ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা প্রণয়নঃ

ঋণ আদায়ের জন্য প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ঋণগ্রহীতাদের তালিকা প্রণয়ন। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত ০৫ (পাঁচ) ধরণের ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা প্রস্তুতের কাজ অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে:

১. অশ্রেণিকৃত ঋণের (UCL) তালিকা;
২. ত্রৈমাসিক এর মধ্যে আদায় না হলে শ্রেণিকৃত হবে এমন শ্রেণিযোগ্য would be Classifed (WCL) ঋণের তালিকা;
৩. শ্রেণিকৃত (CL) ঋণের তালিকা
৪. পুনঃতফসিলকৃত ঋণের তালিকা;
৫. মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের তালিকা।

খেলাপি ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে ব্যাংক ঋণ আদায়কল্পে ঋণ গ্রহীতাদের তালিকার একটি কপি আঞ্চলিক প্রধান/ শাখা ব্যবস্থাপকগণ নিবিড় যোগাযোগ রক্ষাকল্পে সংরক্ষণ করবেন;

### খ) কর্মকর্তাগণের ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রাঃ

১. শাখার জন্য বরাদ্দকৃত বাৎসরিক ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মধ্যে বন্টনের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট সাপ্তাহিক ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে। প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সপ্তাহে অন্ততঃ ১(এক) দিন ভ্রমণসূচি অনুযায়ী ভ্রমণের জন্য নির্ধারিত এলাকায় পৌঁছাবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সরেজমিনে আদায়কৃত টাকা শাখায় জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা না থাকলে প্রয়োজনে পরবর্তী দিনেও সারাদিনব্যাপী কাজ করে সন্ধ্যার পূর্বে কর্মস্থলে ফিরে আসবেন। মাঠে সরেজমিনে ভ্রমণের সময় কর্মকর্তাগণ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করে ঋণ আদায়ের জন্য তাগিদ প্রদান, পুনঃঋণের আবেদনপত্র গ্রহণ ও তার মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করবেন;

২. আঞ্চলিক প্রধান / শাখা ব্যবস্থাপক গণ উপযুক্ত কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটরিং করবেন। এছাড়াও শাখা পর্যায়ে প্রতি মাসে অর্জিত অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে মূল্যায়ন সভা করতে হবে। দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের আদায়ের অগ্রগতি মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

### গ) মনিটরিং কর্মকর্তা নিয়োগ ও মনিটরিংঃ

ব্যাংকের ঋণ আদায় সফল করতে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়, শ্রেণিকৃত ঋণ সম্পর্কিত কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল করা ও মাঠ পর্যায়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকান্ডের জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপকগণ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাণের মধ্যে শাখা মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মহাব্যবস্থাপকগণকে মনিটরিং কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব প্রাপ্ত অঞ্চল ও শাখাসমূহের নিয়মিত অফ সাইট মনিটরিংকরত: মাসিক ভিত্তিতে আদায় মিটিং করতে হবে।

### ঘ) রিসিডিউল সুবিধা প্রদানঃ

অভিবাসন ঋণ এবং অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩ বার রিসিডিউল করা যাবে। রিসিডিউল আবেদন গ্রহণের পূর্ববর্তী ৬০ দিন সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবের জমাকৃত অর্থ Down Payment হিসাবে বিবেচনা করা যাবেঃ

**১. প্রথম রিসিডিউলঃ** খেলাপি ঋণের স্থিতির ১০% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে ঋণ গ্রহীতা প্রথম বার রিসিডিউল সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

**২. দ্বিতীয় রিসিডিউলঃ** খেলাপি ঋণের স্থিতির ১৫% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে ঋণ গ্রহীতা দ্বিতীয় বার রিসিডিউল সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

**৩. তৃতীয় রিসিডিউলঃ** খেলাপি ঋণের স্থিতির ২০% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে ঋণ গ্রহীতা তৃতীয় বার রিসিডিউল সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

**ঙ) তামাদিতে বারিত হওয়া প্রতিরোধকরণঃ**

ঋণ তামাদি হলে দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকের উপর বর্তায় বিধায় কোনও ঋণ যেন তামাদি না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। তামাদি প্রতিরোধের জন্য দলিলাদির মেয়াদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত যে কোন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

১. **নগদ জমাঃ** ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের স্বাক্ষরে নগদ জমা গ্রহণ করে জমা রশিদের সত্যায়িত ফটোকপি ঋণের দলিলাদির সাথে সংরক্ষণ করতে হবে।

২. **ঋণের দায় স্বীকারঃ** নির্দিষ্ট তারিখে বকেয়ার পরিমাণ উল্লেখ পূর্বক ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের কাছ থেকে ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি পত্র গ্রহণ করে সত্যায়িত ফটোকপি ঋণের দলিলাদির সাথে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. **রিভাইবাল লেটার সংগ্রহঃ** নির্ধারিত ফরমে রিভাইবাল লেটার সংগ্রহপূর্বক ঋণের দলিলাদির সাথে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪. **ব্যালেন্স কনফার্মেশনঃ** নির্দিষ্ট তারিখে ঋণের হিসাবের স্থিতি উল্লেখপূর্বক ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষরে একটি এবং জামিনদারের স্বাক্ষরে একটি ব্যালেন্স কনফার্মেশন সংগ্রহ করে ঋণের দলিলাদির সাথে সংরক্ষণ করতে হবে।

**চ) নোটিশ ইস্যুঃ**

ঋণ আদায় কর্মসূচি সফল করতে বিভিন্ন ধরনের জারীযোগ্য সকল নোটিশঃ

১. **প্রথম তাগিদপত্রঃ** ঋণের কিস্তি ০৩ (তিন) টি খেলাপি হলে নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখসহ খেলাপি কিস্তির সংখ্যা ও খেলাপি ঋণের পরিমাণ উল্লেখ করে তা অবিলম্বে পরিশোধের জন্য ঋণ গ্রহীতা ও জামিদারকে প্রথম তাগিদপত্র জারী করতে হবে এবং একই সাথে সরেজমিনে/টেলিফোনে/মোবাইলে ফোন করে খেলাপি ঋণ পরিশোধের তাগিদ দিতে হবে।

২. **দ্বিতীয় তাগিদপত্রঃ** প্রথম তাগিদপত্র জারি করার পর ঋণ গ্রহীতা ও জামিনদার কোন সাড়া না দিলে সেক্ষেত্রে ঋণের কিস্তি ০৬ (ছয়) টি খেলাপি হলে নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখসহ খেলাপি কিস্তির সংখ্যা ও খেলাপি ঋণের পরিমাণ উল্লেখ করে তা অবিলম্বে পরিশোধের জন্য ঋণ গ্রহীতা ও জামিদারকে দ্বিতীয় তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে এবং একই সাথে সরেজমিনে/ টেলিফোনে/মোবাইলে ফোন করে খেলাপি ঋণ পরিশোধের তাগিদ দিতে হবে।

৩. **চুড়ান্ত তাগিদপত্রঃ** দ্বিতীয় তাগিদপত্র জারি করার পর ঋণ গ্রহীতা ও জামিনদার কোন সাড়া না দিলে সেক্ষেত্রে ঋণের কিস্তি ০৯ (নয়) টি খেলাপি হলে নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখসহ খেলাপি কিস্তির সংখ্যা ও খেলাপি ঋণের পরিমাণ উল্লেখ করে তা অবিলম্বে পরিশোধের জন্য চূড়ান্ত তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে এবং একই সাথে সরেজমিনে/টেলিফোনে/মোবাইলে ফোন করে খেলাপি ঋণ পরিশোধের তাগিদ দিতে হবে। সকল ক্ষেত্রে সরেজমিনে/টেলিফোনে/মোবাইলে ফোন করে ঋণ গ্রহীতার সাথে আলাপের পর ইহার সারসংক্ষেপ (কার সাথে কথা হলো, কি কথা হলো, খেলাপি ঋণ পরিশোধের কি প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল ইত্যাদি) নথিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উল্লিখিত তিনটি তাগিদপত্রের মধ্যে যে কোন একটি পত্র GEP/রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণের পোস্টাল প্রমাণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪. **বিশেষ তাগিদপত্রঃ** প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাগিদপত্র জারীর পর ও ঋণ আদায়ে যদি কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হয় এবং ঋণের কিস্তি যদি ১২ (বার) টি খেলাপি হয় তাহলে আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরে ইস্যু করতে হবে। বিশেষ তাগিদপত্র লাল রং এর কাগজে প্রিন্ট করতে হবে। বিশেষ তাগিদপত্র GEP/রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণের পোস্টাল প্রমাণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

**জ) লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণঃ**

লিগ্যাল নোটিশ হচ্ছে একটি সতর্কবার্তা যা খেলাপি ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের অনুকূলে জারী করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও বিশেষ তাগিদপত্র জারীর পর ও ঋণ আদায়ে যদি কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হয় এবং ঋণের কিস্তি যদি ১৮ (আঠার) টি খেলাপি হয় তাহলে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করতে হবে। রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণের পোস্টাল প্রমাণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে পাঠাতে হবে। লিগ্যাল নোটিশ প্রদানের প্রকৃত খরচ সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবভুক্ত করতে হবে। লিগ্যাল নোটিশের কপি এবং প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ সতর্কতার সাথে সংশ্লিষ্ট ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে কোনো খেলাপি ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার সময় উহা সংযুক্ত করা যায়। যদি লিগ্যাল নোটিশ অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত আসে তবে উহা ঋণগ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট ঋণ নথিতে খামটি না খুলে অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখতে হবে। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা শাখা পরিদর্শনকালে লিগ্যাল নোটিশ জারীর বিষয়টি দেখবেন।

**ঝ) Artha Rin Adalat, N.I. Act (Negotiable Instrument Act), PDR Act (The Public Demands Recovery Act) ও Certificate মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তিকরণঃ**

ঋণ আদায়ের সকল কলাকৌশল অবলম্বন করা এবং লিগ্যাল নোটিশে দেয় সময় অতিক্রমের পরও ঋণ আদায় সম্ভব না হলে এবং ঋণ তামাদিতে বারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অর্থ ঋণ সংক্রান্ত মামলা হলে অর্থ ঋণ আদালতে, N.I. Act মামলা হলে সিএমএম কোর্টে, PDR Act/Certificate মামলা হলে জেলা প্রশাসক অথবা জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসারের (ইউ.এন.ও) অধীনে মামলা দায়ের করতে হবে। অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ধারা ১২, ৪৬ এবং ৪৭ অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। অনিষ্পন্ন মামলাসমূহের বছর ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুতসহ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণপূর্বক সংরক্ষণ করতে হবে।

**ঞ) CIB তে ঋণ খেলাপির তথ্য আপলোড প্রদানঃ**

ঋণ খেলাপির তথ্য যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন CIB তে আপলোড করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

**ট) র‍্যাপিড রিকভারি টিম (Rapid Recovery Team) গঠনঃ**

ঋণ আদায় কার্যক্রমকে গতিশীল ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে র‍্যাপিড রিকভারি টিম গঠন করতে হবে। নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে র‍্যাপিড রিকভারি টিম গঠিত হবেঃ

১. প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কর্মকর্তা (ডিজিএম/এজিএম);

২. আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক;

৩. সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক;

৪. সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট শাখার অনধিক ২জন কর্মকর্তা।

**ঠ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution):**

আদালত কেন্দ্রিক দীর্ঘসূত্রিতা ও ব্যয়ের বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার সাথে আলোচনার মাধ্যমে ব্যাংক ও ঋণগ্রহীতা উভয় পক্ষের স্বার্থরক্ষা পূর্বক "বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি"র আওতায় আদালতের বাইরে মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ২২ ধারা অনুযায়ী "বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি"র মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করতে সর্বোচ্চ সময় লাগে মাত্র ৯০ দিন। "বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি"র ক্ষেত্রে অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ২২,২৩,২৫,৩৮ ও ৪৬ ধারা প্রতিপালন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।